৩২। যিশু মনুষ্যপুত্র আর ঈশ্বরপুত্র

যীশু অদ্বিতীয় একজন ব্যক্তি করন তিনিই কেবল একমাত্র ব্যক্তি যার পিতা হলেন স্বর্গের ঈশ্বর আর মা হলেন পৃথিবীর এক মা। তিনি একই সাথে "ঈশ্বরের পুত্র" এবং "মানুষেরও পুত্র"।

মূল পাঠ: লূক ১:২৬–৩৮

ঈশ্বর স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে পাঠিয়ে মরিয়মকে জানালেন যে তার একটা বাচ্চা হবে। আর তাতে মানুষের কোন সংস্পর্শ ছাড়াই মরিয়ম গর্ভবতী হল। আর মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছিল ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা অর্থাৎ পবিত্র আত্মার শক্তির দ্বারা। আর তাই তারই পুত্র বা সন্তান ছিল ঈশ্বরের সন্তান এবং মরিয়মের সন্তান।

১. মরিয়মের কুমারী থাকার গুরুত্ব কি ছিল?

২. মরিয়মকে যখন তার বন্ধু বান্ধব আর পরিবারের কাছে বলতে হয়েছিল যে সে সন্তান সম্ভবা তখন তার কেমন লেগেছিল বলে আপনার মনে হয়? আপনার কি মনে হয় তারা তাকে বিশ্বাস করেছিল।

৩. পুরাতন নিয়ম এমন একটি ভাববাণী খুঁজে বের করুন যেখানে একজন কুমারী নারী থেকে সন্তান জন্ম হবার কথা বলা হয়েছে। এই ভাববানিটি কি যীশুর জন্মের সম্পর্কে বলা হয়েছে?

৪. যীশুর নামের অর্থ কি? [ইঙ্গিত: মথি ১:২১ পদ দেখুন।]

৫. দাউদের সিংহাসন আসলে কি ছিল (৩২ পদ)? স্বর্গদূত গাব্রিয়েল পুরাতন নিয়মের কোন ভাববানির কথা বলছেন?

৬. অনেকে বিশ্বাস করে যীশুর জন্মের আগেও তার অস্তিত্ব ছিল। তাদের এই মতামতের বিষয় আপনি কি বলেন?

পরবর্তীতে, মরিয়ম তার বাগদত্তা যোষেফকে বিয়ে করে। আর যোষেফ যীশুর পালক পিতা হন। যীশুর পরে মরিয়মের আরো সন্তান সন্তাদি হয়, আর তারা ছিল যীশুর সৎ ভাই বোন। (মথি ১২:৪৬–৪৭; ১৩:৫৫–৫৬)।

ঈশ্বরের পুত্র

বিশ্বাসীরা সবাই এক দিক থেকে ঈশ্বরের পুত্র (যোহন ১:১২; ইফিষীয় ১:৫)। আমাদের সবাইকে ঈশ্বরের পরিবারের সন্তান হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু যীশুই ঈশ্বরের নিজের একজাত পুত্র। একমাত্র যীশু যখন বাপ্তিস্ম নিয়েছিল, ঈশ্বর বলেছেন "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমরা এঁর কথা শোন।" (যোহন ৩:১৬, মার্ক ৯:৭)।

অন্য সমস্ত পুত্রের মত, যীশুও তার পিতার চরিত্র নিজের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন তার পিতা আসলে কেমন। আর তাই তার পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল, "যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে" (যোহন ১৪:৯)। আর তাই যদিও আমাদের পক্ষে ঈশ্বরকে সরাসরি দেখা অসম্ভব, আমরা তার বিষয় জানতে পারি তার পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে জানার আর বোঝার মধ্য দিয়ে।

যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র বলে যে দাবি করেছিল সেই দাবিকে যিহুদীরা ভুল বুঝে ছিল। তারা ভেবে ছিল যে যীশু নিজেকে ঈশ্বরের সমান বলে দাবি করছেন। আর শুধু তাই নয়, তার এই দাবি যীহুদীদেরকে এতই রাগিয়ে তুলেছিল যে তারা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। যোহনের সুসমাচারে আমরা দেখি

> যীশুর এই কথার জন্য যিহূদী নেতারা তাঁকে মেরে ফেলবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন, কারণ তিনি যে কেবল বিশ্রামবারের নিয়ম ভাঙছিলেন তা নয়, ঈশ্বরকে নিজের পিতা বলে ডেকে নিজেকে ঈশ্বরের সমানও করছিলেন। (যোহন ৫:১৮)

কিন্তু যীশু তাদের এই ভুল ধারণা ভাঙিয়ে তাদেরকে বলেছিলেন:

> এতে যীশু সেই নেতাদের বললেন, "আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, পুত্র নিজ থেকে কিছুই করতে পারেন না। পিতাকে যা করতে দেখেন কেবল তা-ই করতে পারেন, কারণ পিতা যা করেন পুত্রও তা-ই করেন।" (যোহন ৫:১৯)

(আরো দেখুন যোহন ১০:৩১–৩৬)

যীশু ঈশ্বরের সমান ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, "পিতা আমার চেয়েও মহান" এবং তিনি বহুবার বুঝিয়ে বলেছেন যীশু তার পিতার অধীনে আছেন (যোহন ১৪:২৮, যোহন ৫:৩০; ৮:২৮; ১২:৪৯; ১৪:১০)।

যীশু আর বলেছেন "আমি আর পিতা এক" (যোহন ১০:৩০)। তারা দুজনে একই ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু তাদের মন মানষিকতা এবং লক্ষ ছিল এক। ঠিক একই ভাবে যীশু যেমন নিজেকে বলেছিলেন যে আমি এবং আমার পিতা এক, ঠিক তেমনি তিনি তার প্রার্থনার মধ্যেও পরবর্তীতে বলেছিলেন যেন আমরাও ঈশ্বরের সাথে এক হতে পারি। ঠিক যেমন যীশু নিজে ঈশ্বরের সাথে এক (যোহন ১৭:২০–২২)।

প্রাসঙ্গিক কিছু পদ

ঈশ্বরের পুত্র:

> গীতসংহিতা ২:৭; মথি ৩:১৭; ৮:২৯; ১৪:৩৩; ১৬:১৬; ১৭:৫; ২৬:৬৩–৬৪; ২৭:৫৪; মার্ক ১:১;৩:১১; ৯:৭; ১৫:৩৯; লূক ১:৩৫; ৪:৪১; ২২:৭০; যোহন ১:৩৪,৪৯; ৫:১৮–১৯; ১০:৩১–৩৬;১১:২৭; ১৪:৯; ১৯:৭; ২০:৩১; প্রেরিত ৯:২০; রোমীয় ১:৪; ইব্রীয় ১:৫; ৩:৬; ৪:১৪; ৫:৫–৮; ১ যোহন ৪:১৫; ৫:৫।

ঈশ্বরের সমান নয়:

> যোহন ৫:৩০; ৮:২৮; ১২:৪৯; ১৪:১০,২৮।

ঈশ্বরের সাথে এক:

যোহন ১০:৩০; ১৭:২০–২২।

মনুষ্য পুত্র:

মথি ১৬:১৩,২৭–২৮; মার্ক ২:২৮; লূক ২২:৬৯; যোহন ৯:৩৫–৩৭; ফিলিপীয় ২:৭–৮;ইব্রীয় ২:১৪; ৪:১৫; ৫:২,৮–৯; প্রকাশিত বাক্য ১:১৩–১৪।

সবসময় ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশ:

যোহন ১৭:৫; ১ পিতর ১:২০; প্রকাশিত বাক্য ১৩:৮।

মানুষের পুত্র

যীশুর মা ছিলেন একজন মানুষ এবং যীশু নিজেও ছিলেন একজন মানুষ। আর এই বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য যীশু প্রায়ই জোর দিয়ে নিজের বিষয় বলতেন "মনুষ্যপুত্র"।

মানুষের যত দুর্বলতা আছে যীশু সবই অনুভব করেছেন। কোন কোন সময় তিনি ক্লান্ত হয়ে পরতেন এবং তারও বিশ্রাম দরকার হত (যোহন ৪:৬)। তিনি আমাদের মত দুঃখার্ত হতেন, লাসার যখন মারা যায় তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন (যোহন ১১:৩৫)। যীশুর মধ্যে রাগ ছিল, মানুষের অবিচার আর সহানুবর্তির অভাব যীশুকে রাগিয়ে তুলত (মার্ক ৩:৫)। তিনি যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হন, তিনি বলেছিলেন "আমার অন্তর খুব বিচলিত" আর তিনি ঈশ্বরের কাছে উদ্ধার পাবার জন্য প্রার্থনা করে ছিলেন, যেন তাকে ক্রুশের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যেতে না হয় (যোহন ১২:২৭)।

মানুষের যত সাধারণ প্রলোভন রয়েছে যীশু সকল প্রকার প্রলভনের মধ্য দিয়েই গিয়েছেন।

> আমাদের মহা পুরোহিত এমন কেউ নন যিনি আমাদের দুর্বলতার জন্য আমাদের সংগে ব্যথা পান না, কারণ আমাদের মত করে তিনিও সব দিক থেকেই পাপের পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন অথচ পাপ করেন নি। (ইব্রীয় ৪:১৫)

আর তার একটা উদ্দেশ্য ছিল, আমরা যখন প্রলোভনের মুখোমুখি হই আমরা যেন নিশ্চিত হতে পারি যে যীশু আমাদের প্রলোভনের চাপ নিজেও বুঝতে পারেন। তবে সবচেয়ে অসাধারণ বিষয় হল আমরা যেমন প্রলোভনের মুখে নিজেদেরকে বিলিয়ে দেই যীশু প্রলোভনের চাপে নিজেকে হারাননি। তিনি একটি নিখুঁত পাপহীন জীবন যাপন করেছিলেন।

কিন্তু এই ন্যায় পরায়ণ জীবন যাপন করার জন্য যীশুকে সচেতন ভাবে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

> ঈশ্বরের পুত্র হয়েও তিনি দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে বাধ্যতা শিখেছিলেন। এইভাবে যখন তিনি পূর্ণতা পেলেন তখন তাঁর বাধ্য সকলের জন্য তিনি অনন্ত উদ্ধারের পথ হলেন। (ইব্রীয় ৫:৮–৯)

আরো দেখুন ১ পিতর ২:২১–২৪।

পাপ মুক্ত থাকার জন্য যীশুকে কেউ জোর করেননি, কিন্তু তার বিশ্বাস আর বাধ্যতার কারণে সে একটি নিখুঁত জীবন যাপন করেছিলেন, যদিও তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, তিনি

> তিনি বরং দাস হয়ে ... নিজেকে সীমিত করে রাখলেন। ... এমন কি, ক্রুশের উপরে মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য থেকে তিনি নিজেকে নিচু করলেন। (ফিলিপীয় ২:৭–৮)

ঈশ্বরের পরিকল্পনা

যীশু ছিলেন ঈশ্বরের সমস্ত পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু। যীশুর বিষয় সব সময়ই ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল। ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে যীশু সব সময়ই ছিলেন, কিন্তু মরিয়ম গর্ভবতী হওয়ার আগ পর্যন্ত যীশুর কোন অস্তিত্ব ছিল না। পিতর লিখেছেন

> জগত সৃষ্টির আগেই ঈশ্বর এর জন্য তাঁকে ঠিক করে রেখেছিলেন, কিন্তু এই শেষ সময়ে তোমাদের জন্যই তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। (১ পিতর ১:২০)

বাইবেল যীশুর বিষয় বলে যে যীশু হলেন পৃথিবী নিয়ে ঈশ্বরের প্রকৃত পরিকল্পনার একটি অংশ। উধাহারণ স্বরূপ, প্রকাশিত বাক্যে যীশুর বিষয় বলা হয়েছে, "এই মেষ শিশুকে-জগত সৃষ্টির আগেইমেরে ফেলবার জন্য ঠিক করা হয়েছিল" (প্রকাশিত বাক্য ১৩:৮)। তার মানে হল এই পৃথিবী তৈরি করার আগেই যীশুর মৃত্যুর বিষয় ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা ছিল। ঠিক একই ভাবে, যীশু বলেছেন

> পিতা, জগত সৃষ্ট হবার আগে তোমার সংগে আমার যে মহিমা ছিল সেই মহিমা তুমি আবার আমাকে দাও। (যোহন ১৭:৫)

তার মানে আসলে বলা যায়, যীশুর জন্য ঈশ্বর যে গৌরব আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন তা পাবার সময় এখন হয়েছিল।

যীশু যেহেতু ঈশ্বরের পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন, তার বিষয় যখন বাইবেলে বলা হয় তখন প্রায়ই উল্লেখ করা হয় যে সৃষ্টির শুরু থেকেই ঈশ্বরের পরিকল্পনায়, মনে এবং পরিকল্পনায় যীশু ছিলেন, তবে এই সব সত্ত্বেও শারীরিক ভাবে যীশুর কোন অস্তিত্ব ছিল না। একই ভাবে পৌল ও বলেছেন যে, ঈশ্বরের "জগত সৃষ্ট হবার আগে খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর দয়া আমাদের দান করেছিলেন" (২ তীমথিয় ১:৯। আরো দেখুন ইফিষীয় ১:৪–৫)। ঠিক আমাদের ক্ষেত্রেও তাই। শারীরিক ভাবে আমাদেরও পূর্বে কোন অস্তিত্ব ছিল না, কেবল মাত্র ঈশ্বরের মনের মধ্যে (তার পরিকল্পনায়) আমাদের অস্তিত্ব ছিল।

সারাংশ

ঈশ্বরের পরিকল্পনায় যীশু সেই শুরু থেকেই ছিলেন, কিন্তু শারীরিক ভাবে তার কোন অস্তিত্ব ছিল না, যতক্ষণনা মরিয়ম পবিত্র আত্মার শক্তিতে গর্ভবতী হলেন। তিনি একই সাথে ঈশ্বরের পুত্র এবং মানুষেরও পুত্র। তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে ঈশ্বরের চরিত্র উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিলেন এবং তিনি আমাদেরকে দেখান যে ঈশ্বর আসলে কেমন। আর ঠিক একি ভাবে মানুষের দুর্বলতা এবং প্রলোভনও যীশুর মধ্যে ছিল, কিন্তু তিনি কখনো পাপ করেননি।

চিন্তার উদ্দীপক

১. নিচের কোন কোন উপায় যীশু আমাদের থেকে আলাদা ছিল?

ক. সে কখন পাপ করেন নি।

খ. তার পক্ষে পাপ করা সম্ভব ছিল না।

গ. তিনি ছিলেন ঈশ্বরের একজাত পুত্র।

ঘ. ঈশ্বর তাকে ন্যায় পরায়ণ হওয়ার জন্য জোর কোরেছিলেন।

ঙ. ঈশ্বর তাকে ন্যায় পরায়ণ হওয়ার জন্য সাহায্য করেছিলেন।

২. নিচের কোন কোন ক্ষেত্রে যীশু ঠিক আমাদের মতই ছিলেন?

ক. প্রলোভন এবং মানুষের অভিজ্ঞতা যীশুর মধ্যে ছিল।

খ. যীশু যখন ছোট বাচ্চা ছিলেন তখন তিনি পাপ করেছিলেন।

গ. তাঁর মধ্যে মানুষের স্বভাব ছিল।

৩. যোহন ১: ১-১৮ পদ পড়ুন।

ক. এই পদ থেকে আপনি কি বোঝেন (১ পদ)?

খ. যীশু কি ভাবে ঈশ্বরের "বাক্য ছিলেন" (১৪ পদ)

গ. যীশু তার পিতা ঈশ্বরের বিষয় পৃথিবীকে কি ভাবে জানিয়েছিলেন (১৮ পদ)?

৪. কলসিয় ১:১৫-১৮ পদ পড়ুন। এই অংশে কি বলা হচ্ছে যীশু কি পৃথিবী তৈরি করেছিলেন? আর যদি তাই না হয় তাহলে এই পদের অর্থ আসলে কি?

৫. যীশু যখন বলেছিলেন "অব্রাহাম জন্মগ্রহণ করবার আগে থেকেই আমি আছি" (যোহন ৮:৫৮) এর দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছিলেন?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. পুরাতন নিয়ম থেকে এমন কিছু ভাববাণী খুঁজে বের করুণ যেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বরের থেকে একজন পুত্র সন্তান জন্ম হবে।

২. লুক ৩:৩৮ পদে আদমকে বলা হয়েছে "ঈশ্বরের পুত্র", কিন্তু আমরা জানি কেবল মাত্র যীশুই ঈশ্বরের "একজাত পুত্র"।

ক. আদম কি কি ভাবে ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, আর যীশু থেকে তা কিভাবে আলাদা ছিল?

খ. প্রথম করিন্থীয় ১৫:২০-২৩,৪২-৫০ এবং রোমীয় ৫:১২-২১। আদম আর যীশুর মধ্যে কি কি মিল রয়েছে এবং কি কি পার্থক্য রয়েছে?

৩. যীশু যখন প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি কি ভাবে তার মোকাবেলা করেছিলেন? উধাহারণ স্বরূপ মরু প্রান্তরে তিনি যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি তখন কি করেছিলেন (মথি ৪:১-১১), তিনি যখন গেৎশিমানী বাগানে মৃত্যুর আগে প্রলোভনের মুখে পরেছিলেন তখন তিনি কি করেছিলেন (মথি ২৬:৩৬-৪৬)। তিনি যখন তাৎক্ষণিক ভাবে রাজা হবার জন্য প্রলোভিত হয়েছিলেন তখন তিনি কি করেছিলেন (যোহন ৬:১৫)। আর এই সমস্ত ঘটনা থেকে আমরা আমাদের নিজেদের প্রলোভন মোকাবেলা করার বিষয় কি শিখতে পারি।

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- What the Bible teaches লেখক Harry Tennant (Christadelphian কর্তৃক ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত), ১১ এবং ১২ অধ্যায়। ২৫ পৃষ্ঠা।
- Balancing the book, Chapter ১৩ অধ্যায় লেখক Len Richardson (লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯০)। ৫ পৃষ্ঠা।

আরো দেখুন

৩০। পুরাতন নিয়মে যিশুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

৩১। উদ্ধারকর্তা যীশু

৩৩। যীশুর সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক